আমাদের সময়

তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

উচ্চশিক্ষায় অশনিসংকেত

দ্রুত আমলে নিন

বেতন স্কেল, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পরিবর্তনের দাবিতে গতকাল সকাল থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা টানা কর্মবিরতি পালন করছেন। ৯ মাস ধরে বেতন কাঠামোয় 'অসঙ্গতি-বৈষম্য' দূর করার দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো। সরকারের পক্ষ থেকে সমাধানের সাড়া না পেয়ে আবার লাগাতার এ কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। এর প্রভাব পড়বে শিক্ষাঙ্গনে। এটি কারও কাম্য হতে পারে না।

দুঃখজনক হচ্ছে, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ বিভাগেরই ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। অনেক বিভাগে পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সবাই দিন গুনছেন নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার। শুধু ফাইনাল পরীক্ষা ছাড়া অন্যসব ক্লাস, পরীক্ষাসহ সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলোর কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো রেওয়াজ সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন সবাই। তা উচ্চশিক্ষার জন্য অশনিসংকেত।

শিক্ষকদের কর্মবিরতির ঘোষণার খবর নতুন নয়। ২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে টানা তিন ঘণ্টা বৈঠক করে কালোব্যাজ ধারণ, দুই ঘণ্টা কর্মবিরতিসহ ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। কিন্তু বিষয়টি সরকার খুব একটা আমলে নেননি। তা খুবই দুঃখজনক। অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকেই গ্রেডে মর্যাদার অবনমন এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষকরা। এরপর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই দাবি পর্যালোচনায় কমিটি করে। গত ৬ ডিসেম্বর বৈঠকে শিক্ষকদের তিনটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি অর্থমন্ত্রী দিলেও এর ১০ দিন পর বেতন কাঠামোর গেজেটে প্রথম দুটির প্রতিফলন ঘটেনি বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। দুঃখজনক হলো, আমলাদের জন্য বিশেষ গ্রেড তৈরি করা হলেও শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে অধ্যাপকরা আমলাদের নিচের স্কেলে থাকছেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য দূর করা জরুরি। শিক্ষকদের দাবিগুলোকে অযৌক্তিক বলার উপায় নেই। এর আগেও শিক্ষকদের আন্দোলন, অনশন করতে দেখা গেছে। কথা হচ্ছে, শিক্ষকদের আমলাতান্ত্রিক আচরণ যেমন অনভিপ্রেত, তেমনি শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে কোনো আন্দোলনও কাম্য নয়। আমরা আশা করি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল নতুন বেতন কাঠামোয় বৈষম্য দূর করে শিক্ষকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার পদক্ষেপ নিয়ে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে যথাযথ উদ্যোগ নেবে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমাজের কাছ থেকে সঙ্গত কারণেই দায়িত্বশীল ও সহনশীল আচরণই আমাদের প্রত্যাশা।